ওয়াজ শিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, মুজাদ্দিদে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্, শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মূদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمين و الصلوٰة والسلام

علٰى رسوله سيدنا محمد و اٰله وصحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

প্রথম ওয়াজ
পিতা মাতার হক

(১) কোর-আন সূরা,— বনি ইস্রাঈল

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۵ؕ

"এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহা ব্যতীত (কাহারও) এবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার

করিও, যদি তোমার সমক্ষে তাঁহাদের একজন কিম্বা উভয় বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাঁহাদিগকে 'ওহো' শব্দ বলিও না, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিও না, তাঁহাদিগকে সম্মানিত কথা বলিও, তাঁহাদের জন্য দয়ার নিমিত্ত বিনয়ের বাহুকে নত করিও (অর্থাৎ দয়া ও ভক্তি সহ বিনীতভাবে তাঁহাদের সেবা করিও) এবং তুমি বল হে আমার প্রতিপালক তুমি তাঁহাদের উপর দয়া কর—যেরূপ তাঁহারা শৈশবাস্থায় আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন।"

মাওলানা শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) মাদারে-জোন্নবয়ুত কেতাবে লিখিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস একজন লোকের নেকী ও বদীর উভয় পাল্লা সমান হইবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, এই লোকটি এক দিবস নিজের মাতার সাক্ষাতে 'ওহো' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, ইহাতে তাহার মাতার অন্তরে আঘাত লাগিয়াছিল, এই গোনাহটি কেবল আমি অবগত আছি, ইহা উহার বদীর পাল্লাতে স্থাপন কর। ফেরেশতাগণ তাহাই করিবেন, অমনি তাহার বদীর পাল্লা ভারী হইয়া ঝুকিয়া পড়িবে। তখন তাহাকে ইহার প্রতিফলের জন্য দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

(২) সহিহ মোছলেম, ২/৩১৩ পৃষ্ঠা,—

اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ
اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ الْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ
قَالَ فَهَلْ مِنْ وَّالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ
فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ
فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ☆

একজন লোক নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হেজরত ও জেহাদের শর্ত্তে আমি আপনার নিকট বয়য়ত করিব আল্লাহ তায়ালার নিকট সুফল প্রাপ্তির আশা করি। হজরত বলিলেন, তোমার পিতা মাতার মধ্যে কেহ জীবিত আছেন কি ? সে ব্যক্তি বলিল হাঁ, বরং উভয়ই (জীবিত আছেন)। হজরত বলিলেন, তুমি কি আল্লাহতায়ালার নিকট সুফল প্রাপ্তির আশা কর ? সে বক্তি বলিল হাঁ, হজরত বলিলেন, তুমি তোমার পিতামাতার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং অতি উত্তমরূপে তাঁহাদের সেবা ভক্তি কর।

(৩) সহিহ মোছলেম, ২/৩১৪ পৃষ্ঠা,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُه' ثَلَاثًا قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার বলিয়াছেন, উহার নাসিকা ধূলায় ধুসরিত হউক। লোকে বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন ব্যক্তির ? হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় নিজের পিতা মাতার মধ্যে একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হইল, তৎপরে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিল না।" মূলকথা, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের সেবা ভক্তি করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিল না, সে ব্যক্তি অতি হতভাগ্য।

(৪) সহিহ মোছলেম, ২/৩১৩/৩১৪ পৃষ্ঠা,—

"জোরাএজ একজন দরবেশ (এবাদতকারী) ছিলেন, তিনি একটি এবাদত গৃহ প্রস্তুত করিয়া উহাতে অবস্থিতি করিতেন, তিনি নামাজ

পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাহার মাতা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে জোরাএজ। দরবেশ (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমার মাতা ও আমার নামাজ (উভয় উপস্থিত), তৎপরে তিনি নিজের নামাজে লিপ্ত হইলেন। ইহাতে উক্ত মাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তৎপর দিবস দরবেশ নামাজ পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাহার মাতা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া হে জোরাএজ, বলিয়া ডাকিল। দরবেশ বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার মাতা ও আমার নামাজ (উভয় উপস্থিত), তৎপরে তিনি নামাজ পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বলিল, হে-আল্লাহ, যতক্ষণ উক্ত পুত্র ব্যাভিচারিণী স্ত্রী লোকদের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত (না) করে, ততক্ষণ তাহাকে মারিয়া ফেলিও না। বনি ইস্রাইলদল জোরাএজ ও তাঁহার এবাদতের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল তথায় একটি অতুলনীয় রূপবতী ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল, সে বলিতে লাগিল, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাদের অনুসারে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে পারি। তৎপরে সে উক্ত দরবেশের নিকট নিজের সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিল কিন্তু তিনি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তখন সেই স্ত্রীলোকটী এক রাখালের নিকট উপস্থিত হইল—যে তাঁহার এবাদতগৃহের নিকট অবস্থিতি করিত, তৎপরে সে নিজেকে উক্ত রাখালের আয়ত্বাধীনে স্থাপন করিল, সে তাহার সহিত ব্যাভিচার করিল, ইহাতে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হইল। সন্তান প্রসব করার পরে বলিতে লাগিল যে, এই সন্তানটি জোরাএজের ঔরষজাত। ইহাতে বনি ইস্রাইলগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এবাদতগৃহ হইতে নামাইয়া ফেলিল, তাঁহার এবাদতগৃহ ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। দরবেশ বলিলেন, তোমাদের ব্যপার কি ? তাহারা বলিল, তুমি এই ব্যভিচারিণীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, সে তোমার ঔরষজাত একটী পুত্র, প্রসব করিয়াছে।

তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, পুত্রটি কোথায় ? তাহারা শিশু সন্তানটি তাহার নিকট আনয়ন করিল, তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, এমন কি আমি নামাজ পড়িয়া লই। তিনি নামাজ পড়া শেষ করিয়া শিশু সন্তানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার উদরে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, হে বালক তোমার পিতা কে ? সে বলিল অমুক রাখাল। তখন ইস্রাইল বংশধরগণ জোরাএজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিতে ও তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, আমরা তোমার জন্য সুবর্ণের এবাদতগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, না যেরূপ উহা ছিল, সেইরূপ মৃত্তিকা দ্বারা উহা পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দাও, তাহারা তাহাই করিয়া দিল।"

এস্থলে জোরাএজ ইচ্ছাকৃত কোন দোষ না করিলেও তাঁহার মাতার অন্তরে আঘাত লাগিয়াছিল, এই হেতু তাহার মাতার বদদোয়া কবুল হইয়াছিল ! মাতার বদদোয়া সন্তানের পক্ষে অতি মারাত্মক।

(৫) সহিহ বোখারি, —

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ☆

"রবি বলেন, আমি নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার নিকট কোন কার্য্য সমধিক প্রীতি জনক ? হজরত বলিলেন, নিয়মিত ওয়াক্তে নামাজ পড়া। সে ব্যক্তি বলিল, তৎপরে কোন বস্তু (সমধিক প্রীতিজনক) ? হজরত বলিলেন, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। সে ব্যক্তি বলিল, তৎপরে কোন কার্য্য (সমধিক প্রীতিজনক) ? হজরত বলিলেন, খোদার পথে জেহাদ করা।"

(৬) সহিহ বোখারি, ৪/৩০ পৃষ্ঠা,—

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ ☆

"একজন লোক রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমা কর্ত্তৃক সদ্ব্যবহার প্রাপ্তির সমধিক উপযুক্ত পাত্র কে? হজরত বলিলেন, তোমার মাতা। সে ব্যক্তি বলিল, তৎপরে কে? হুজুর বলিলেন, তোমার মাতা। সে ব্যক্তি বলিল, তৎপরে কে? হুজুর বলিলেন তোমার মাতা। সে ব্যক্তি বলিল, তৎপরে কে? হজরত বলিলেন, তোমার পিতা। এই হাদিসে বুঝা যায় যে, পিতা অপেক্ষা মাতার হক অধিক।"

(৭) উক্ত কেতাবে উক্ত পৃষ্ঠা,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَ يَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির নিজের পিতা মাতাকে কটুক্তি করা মহা গোনাহগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। লোকে বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, মনুষ্য কিরূপে পিতামাতাকে কটুক্তি করিবে? হজরত বলিলেন,

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, কাজেই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় এবং এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়, কাজেই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়।"

(৮) সহিহ বোখারি, উক্ত পৃষ্ঠা,—

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَ مَنْعَ وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَ قَالَ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ وَ اِضَاعَةَ الْمَالِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর মাতৃগণের যন্ত্রণা দেওয়া, কৃপণতা ও ভিক্ষা করা এবং কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় দফন করা হারাম করিয়াছেন। আর তোমাদের পক্ষে বাতীল কথা বলা লোকের ছিদ্র অধিক পরিমাণ অনুসন্ধান করা ও অর্থ অপব্যায় করা মকরুহ (না পছন্দ) করিয়াছেন।"

(৯) উক্ত পৃষ্ঠা,—

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَا لِدَيْنِ..... وَ قَوْلُ الزُّوْرِ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম গোনাহ কার্য্যের সংবাদ প্রদান করিব না ? আমরা বলিলাম, হাঁ ইয়া রাছুলুল্লাহ, হজরত বলিলেন, (১) আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া, মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

(১০) উক্ত কেতাব, ৪/৩১ পৃষ্ঠা,—

عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَ مُدَّتِهِمْ...... فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ وَ هِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَ صِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ ☆

"আছমা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরাএসদিগের সন্ধির জামানায় আমার মাতা মোশরেক অবস্থায় (মদিনা শরিফে) আগমন করিয়াছিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ নিশ্চয় আমার মাতা আগমন করিয়াছেন, অথচ তিনি (ইসলাম হইতে) বিমুখ হইয়াছেন, আমি কি তাহার সেবা করিব ? হজরত বলিলেন, হাঁ, তুমি তোমার মাতার সেবা কর।"

(১১) সহিহ মোছলেম, ২/৩১৪ পৃষ্ঠা,—

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَبَرُّا الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدَّابِيْهِ ☆

"(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির তাহার পিতার বন্ধুর সহিত সৎব্যবহার করা শ্রেষ্টতম নেকী।"

(১২) সহিহ তেরমেজি, ২/১২ পৃষ্ঠা,—

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً وَ اِنَّ اُمِّىْ تَاْمُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذَالِكَ الْبَابَ اَوِاحْفَظْهُ ☆

"আবুদ্দারদা বলিয়াছেন, নিশ্চয় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত

হইয়া বলিল, নিশ্চয় আমার এক স্ত্রী আছে এবং আমার মাতা আমার প্রতি তাহাকে তালাক দেওয়ার আদেশ করিতেছেন। আবুদ্দারদা বলিয়াছেন, আমি (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, পিতা বেহেশতের দ্বারগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট, এখন যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে উক্ত দ্বার বিনষ্ট কর, কিম্বা রক্ষণাবেক্ষণ কর।"

(১৩) আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ☆

"(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, পিতার সন্তোষ লাভে প্রতিপালকের (খোদার) সন্তোষ লাভ হয় এবং পিতার অসন্তোষে প্রতিপালকের অসন্তোষ লাভ হয়।

(১৪) উক্ত পৃষ্ঠা,—

একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়ারাছুলুল্লাহ, আমি একটি বৃহৎ গোনাহ করিয়াছি, আমার কি তওবা কবুল হইবে? হজরত বলিলেন, তোমার মাতা আছে কি ? সে ব্যক্তি বলিল, না। হজরত বলিলেন, তোমার খালা আছে কি ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ আছে। হজরত বলিলেন, তবে তুমি তাহার সেবা কর, (ইহাতে তোমার তওবা কবুল হইবে)।

আরও তিনি বলিয়াছেন, খালা মাতার তুল্য।

(১৫) আবু দাউদ ও এবনো মাজা,—

"ছালেমা বংশোদ্ভব একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পিতামাতা সেবা ভক্তির মধ্যে আর কিছু বাকি আছে কি যে, আমি তাহাদের মৃত্যুর পরে উহা করিব? হজরত বলিলেন, হাঁ, তাহাদের জানাজা নামাজ পড়া, তাঁহাদের গোনাহ মার্জ্জনার

জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করা, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে তাঁহাদের 'ওছিএত' পূর্ণ করা, তাঁহাদের আত্মীয়গণের উপকরা করা ও তাঁহাদের বন্ধুগণের সম্মান করা।"

(১৬) আবুদাউদ,—

আবু তোফাএল বলেন, একটি স্ত্রীলোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে তিনি তাঁহার জন্য নিজের চাদর বিছাইয়া দিলেন, সেই স্ত্রীলোকটি উহার উপর বসিলেন, আমি বলিলাম, ইনি কে ? সাহাবাগণ বলিলেন, ইনি হজরতের দুগ্ধমাতা।

(১৭) সহিহ বোখারি, ৪/৩০/৩১ পৃষ্ঠা,—

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিনজন লোক (বিদেশে) গমন করিতেছিল এমতাবস্থায় মেঘের পানি বর্ষণ হইতে আরম্ব হইল, ইহাতে তাহারা পর্ব্বতের গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল, হঠাৎ পর্ব্বতের উপরি অংশ হইতে একখণ্ড প্রস্তর পতিত হইয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তখন একে অন্যকে বলিতে লাগিল, তোমরা দেখ কি সৎকার্য্য বিশুদ্ধভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য করিয়াছ, তৎসমস্তের অছিলায় আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া কর, আশা করি, তিনি এই বিপদ উদ্ধার করিবেন। ইহাতে তাহাদের একজন বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও কয়েকটি নাবালেগ সন্তান ছিল, আমি তাহাদের জীবিকা সঞ্চয় করার জন্য চতুষ্পদ জন্তু চরাইতাম। আমি চতুষ্পদের দলকে উহাদের বাসস্থানে রাখিয়া দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক আমার সন্তানদিগের পূর্ব্বে প্রথমে পিতামাতাকে উহা পান করাইতাম। এক দিবস চতুষ্পদের খাদ্য তৃণ সংগ্রহ করিতে আমি বহুদূর গিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পরে (বাটী) আসিয়া পিতামাতাকে নিদ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব রীতি অনুসারে দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক পাত্র সহ উপস্থিত হইয়া পিতামাতাকে জাগরিত করা এবং তাঁহাদের পূর্ব্বে সন্তানদিগকে দুগ্ধ পান না পছন্দ করিয়া উক্ত পিতা মাতার শিরোদেশে

দাঁড়াইয়া থাকিলাম এবং সন্তানগণ আমার পদদ্বয়ের নিকট (ক্ষুধায়) ক্রন্দন করিতেছিল। ফজর হওয়া পর্যন্ত আমার এবং সন্তানগণের এইরূপ অবস্থা ছিল। হে খোদা যদি তুমি জান যে আমি উহা তোমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করিয়াছি, তবে তুমি আমাদের জন্য প্রস্তর খানা এরূপ সরাইয়া দাও যে, আমরা আছমান দেখিতে পাই। ইহাতে আল্লাহ একটু পথ পরিস্কার করিয়া দিলেন, এমন কি তাহারা আছমান দেখিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, হে খোদা, আমার একটী চাচাতে ভগ্নি ছিল আমি তাহার প্রেমে অতিরিক্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমি তাহার সহিত সঙ্গম করার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে একশত 'দিনার' গ্রহণ ব্যতীত উহা অস্বীকার করিল। আমি পরিশ্রম করিয়া একশত দীনার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যখন আমি তাহার বক্ষের উপর বসিলাম, সে বলিল, হে আল্লাহতায়ালার বান্দা তুমি ভয় কর এবং গচ্ছিত বস্তু হরণ করিও না, অমনি (আমার কামনা বাসনা পূর্ণ না করিয়া) তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলাম। হে খোদা যদি তুমি জান যে, আমি ইহা তোমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করিয়াছি, তবে প্রস্তর খানা সরাইয়া পত পরিষ্কার করিয়া দাও, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের জন্য একটু খানি প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া দিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি এক পালি ধান্যের পরিবর্ত্তে একজনকে চাকর (মজুর) লইয়াছিলাম, সে নিজের কার্য্য শেষ করিয়া বলিল, তুমি আমার পারিশ্রমিক প্রদান কর। আমি তাহার পারিশ্রমিক তাহাকে দিতে গেলে, সে উহা না লইয়া চলিয়া গেল। আমি উক্ত ধানের চাষ করিয়া তদ্দারা কতকগুলি গো এবং উহার রাখাল সংগ্রহ করিলাম। কিছুকাল পরে সে ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার প্রতি অত্যাচার করিও না এবং আমার পারিশ্রমিক আমাকে প্রদান কর। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, তুমি উক্ত গরুগুলি ও উহার রাখালের নিকট গমন কর। সে ব্যক্তি বলিল, তুমি

আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার সহিত বিদ্রূপ করিওনা। আমি বলিলাম, সত্যই আমি তোমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছি না, তুমি উক্ত গরুগুলি এবং উহার রাখালকে লইয়া চলিয়া যাও। (হে খোদা) যদি তুমি জান যে, আমি উহা তোমার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে করিয়াছি, তবে প্রস্তরের অবশিষ্ট অংশ সরাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ পথ পরিষ্কার করিয়া দাও। অমনি আল্লাহ্ প্রস্তর খানি সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া দিলেন।

(১৮) দলীলোল-আরেফিনে লিখিত আছে, লোকে হজরত বাএজিদ বোস্তামি রহমাতুল্লাহ আলায়হেকে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আপনি এত বড় পদ কিরূপে পাইলেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন আমার মাতার দোয়াতে এত বড় পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক সময় সন্ধ্যার পরে আমার মাতা আমার নিকট পানি চাহিয়াছিলেন, আমি পানি আনিবার জন্য কুঙার দিকে রওয়ানা হইলাম। পানি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি যে, মাতা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় জাগরিত করা না পছন্দ করিয়া তাঁহার শিরোদেশে সমস্ত রাত্রি পানির পাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। প্রভাতে মাতা চৈতন্য পাইয়া আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, বাএজিদ, তুমি আমার হক আদায় করিয়াছ। খোদা তোমাকে এই সেবার জন্য 'সুলতানোল-আরেফিন' (ওলি শ্রেষ্ঠ) করুন। তাঁহার দোয়াতে আল্লাহ আমাকে এই পদ প্রদান করিয়াছেন।

(১৯) তেরমেজি ও আবুদাউদ,—

হজরত এবনো-ওমার বলিয়াছেন, আমার একটি প্রিয়তমা স্ত্রী ছিল, (আমার পিতা) হজরত ওমার তাহাকে নাপছন্দ করিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি উহাকে তালাক দাও। আমি ইহা অস্বীকার করিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উহা প্রকাশ করিলাম, তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, তুমি তাহাকে তালাক দাও।

(২০) এবনো-মাজা,—

اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ ☆

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ সন্তানদিগের উপর পিতামাতার হক কি? হজরত বলিলেন, তাঁহারা তোমার বেহেশত এবং দোজখ।"

(২১) শোয়াবোল ইমান,—

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهٗ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا ☆

"নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি নিজের পিতামাতার অবাধ্য ছিল, এই অবস্থায় তাহাদের উভয়ে অথবা এক জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তৎপরে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে, এমন কি আল্লাহতায়ালা তাহাকে (পিতামাতার) অনুগত বলিয়া লিখিবেন।"

(২২) উক্ত কেতাব,—

مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهٗ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَنْ اَمْسٰى عَاصِيًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهٗ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ ☆

"যে ব্যক্তি প্রভাতে পিতামাতার হক সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার অনুগত হয়, তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দ্বার খুলিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তাঁহাদের হক সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার অবাধ্য হয়, তাহার জন্য দোজখের দুইটি দ্বার খুলিয়া যায়।"

(২৩) উক্ত কেতাব—

مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَه' بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَّبْرُوْرَةً ☆

"যে কোন অনুগত পুত্র পিতামাতার দিকে দয়ার দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তাহার জন্য প্রত্যেক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে একটি মকবুল হজ্জের নেকী লিখিয়া দেন।"

(২৪) উক্ত কেতাব,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّه' يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, সমস্ত গোনাহ হইতে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, মাফ করিয়া দেন, কিন্তু পিতা মাতার অবাধ্যতা, (মাফ করেন না) কেননা আল্লাহতায়ালা এইরূপ অবাধ্যকে মৃত্যুর অগ্রে জীবদ্দশায় সত্বরেই শাস্তিগ্রস্ত করেন।"

(২৫) বয়হকি,—

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْاَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ اللّٰهُ لَه' وَ كُتِبَ بَرًّا ☆

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার দিবস পিতা মাতার অথবা তাঁহাদের একজনার গোর জিয়ারত করে, আল্লাহ তাহার গোনাহ মাফ করেন, এবং সে ব্যক্তি সৎ (নেককার) বলিয়া লিখিত হয়।"

(২৬) সহিহ তেরমেজি,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি দোয়া কবূল হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই, (১) প্রপ্রীড়ীত ব্যক্তির দোয়া (২) প্রবাসীর (মোছাফেরের) দোয়া এবং পিতার সন্তানের প্রতি দোয়া।"

(২৭) কোর-আন সুরা লোকমান,—

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ع

" এবং যে বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই, যদি উক্ত পিতা মাতা আমার সঙ্গে উহাকে অংশী (শরিক) করিতে তোমাকে উত্তেজিত করে, তবে তুমি তাহাদের অনুগত্য স্বীকার করিও না এবং তুমি পৃথিবীতে সুনিয়মে তাহাদের সংস্রবে জীবন যাপন কর এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে, তুমি তাহার পথের অনুসরণ কর।" হজরত ছা'দ বেনে আক্কাছ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে ইসালম ধর্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করেন, ইনি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহার মাতা আত্মহত্যা করার ধারণায় তিনি দিবা রাত্র পানাহার ত্যাগ করে, এই ঘটনায় কাষ্ঠ খণ্ড প্রবেশ দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার মুখ ব্যাদান করাইয়া তাহাকে পানি পান করান হয়। হজরত ছা'দ বলিয়াছেন, যদি আমার মাতার ৭০টি আত্মা হয় এবং এক

একটী করিয়া ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তের বাহির করা হয় তথাপি আমি ইসালম ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, সন্তানগণ পিতা মাতার সেবা ভক্তি ও আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের অনুরোধে আল্লাহতায়ালার আদেশ লঙঘন করিবে না। এই হেতু হাদিছ শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে।

لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ☆

"সৃষ্টিকর্ত্তার অবাধ্য হইয়া কোন সৃষ্টবস্তুর আদেশ মান্য করিতে নাই।"

(২৮) কোর-আন সুরা শোয়ারা,—

"যে সময় এবরাহিম তাঁহার পিতা ও স্বজাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিসের পূজা করিতেছ ? তাহারা বলিল, আমরা প্রতিমুর্ত্তিসমূহকে পূজা করিয়া থাকি, পরন্ত আমরা সর্ব্বদা উহাদের (পুজায়) স্থিতি করিব। এবরাহিম বলিলেন, যখন তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, তখন উহারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করিতে পারে, কিম্বা তোমাদের উপকার করিতে পারে, অথবা (তোমাদের) ক্ষতি করিতে পারে ? তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এবরাহিম বলিলেন, তোমরা কি অবগত আছ যে, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ যাহার পূজা করিয়া আসিতেছে (বা আসিতেছিল), তৎসমস্তই আমার শত্রু, কেবল উক্ত জগদ্ববাসিদিগের প্রতিপালক (আমার শত্রু নহেন) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, তিনিই আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন যে সময় আমি পীড়িত হই, তিনিই আমার রোগের উপশম করেন, আমাকে মারিয়া ফেলিবেন, তৎপরে আমাকে জীবিত করিবেন এবং আমি আশা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিবস আমার গোনাহ মার্জ্জনা করিবেন। হে অ মার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর, সাধুপুরুষদিগের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর, পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে আমার জন্য

সত্য রসনা স্থির কর, আমাকে সম্পদের বেহেশতের উত্তরাধিকারী কর এবং আমার পিতার গোনাহ মাফ কর, নিশ্চয় তিনি ভ্রান্তদলের অন্তর্গত এবং যে দিবস লোকেরা পুনর্জ্জীবিত হইবে, সেই দিবস আমাকে লাঞ্চিত করিও না।"

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, পিতামাতা শরিয়তের অবাধ্য হইলে, তাহাদিগকে নরম ভাবে বুঝাইবে, যদি তাহারা স্বীকার না করে, তবে মৌনাবলম্বন করিবে, এবং তাহাদের হিতের জন্য দোয়া এস্তেগফার করিবে।

(২৯) সহিহ বোখারি,—

"হজরত এবরাহিম (আঃ) শামদেশ হইতে মক্কা শরিফ পুত্র ইছমাইলকে দেখিতে আসিয়া পুত্র বধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন এছমাইল কোথায়? পুত্রবধু বলিল, তিনি পশু শিকার করিতে গিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেমন আছ? পুত্রবধু বলিল, আমরা খুব কষ্টে আছি। হজরত পয়গম্বর বলিলেন, এছমাইল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহাকে ছালাম জানাইয়া দরওজার চৌকাঠ পরিবর্ত্তন করিতে বলিবা। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পরে হজরত এছমাইল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, স্ত্রী সমস্তই পরিচয় দিল। তিনি বলিলেন, আগন্তুক আমার পিতা, (তুমি আল্লাহতায়ালার দুর্ণাম করিয়াছ, এজন্য) তিনি তোমাকে তালাক দিতে আদেশ করিয়াছেন। পরে তিনি উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং অন্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিলেন। কিছুকাল পরে হজরত এবরাহিম (আঃ) পুনরায় পুত্র এছমাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইয়া পুত্রবধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন এছমাইল কোথায়? পুত্রবধু বলিল, তিনি পশু শিকার করিতে গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কেমন আছ? পুত্রবধু বলিল, আলহামদোলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদিগকে শান্তিতে রাখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এছমাইলকে গৃহের দ্বার বজায় রাখিতে বলিবা। তিনি চলিয়া যাওয়ার পরে হজরত এছমাইল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্ত্রী সমস্তই পরিচয় দিল। হজরত এছমাইল বলিলেন, আগন্তু আমার পিতা। তুমি খোদার প্রশংসা করিয়াছ এজন্য তিনি তোমাকে তালাক দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ওয়াজ

আত্মীয়দিগের হক

(১) কোর-আন সুরা বনি-ইস্রায়েল,—

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ☆

"এবং তুমি আত্মীয় স্বজনের হক, দরিদ্র ও বিদেশিদিগের (হক) প্রদান কর।"

(২) কোর-আন সুরা রা'দ,—

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ☆

"এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার দৃঢ় করার পরে উহা ভঙ্গ করে, আল্লাহতায়ালা (যে আত্মীয়তার) মিলন করার আদেশ করিয়াছেন, উহা বিচ্ছেদ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাহাদের পক্ষে অভিসম্পাত এবং তাহাদের পক্ষে কদর্য্য বাসস্থান হইবে।"

(৩) সহিহ বোখারি, ৪/৩৩ পৃষ্ঠা,—

عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهٖ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَ اَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ ☆

"(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ জগতকে সৃষ্টী করিয়াছেন, এমন কি তিনি সৃষ্টি কার্য্য শেষ করিলে, আত্মীয়তা বলিতে লাগিল, আত্মীয়তা বিচ্ছেদের জন্য তোমার নিকট আস্রয় গ্রহণকারীর (প্রতিকার প্রার্থীর) ইহাই (উপযুক্ত) স্থান। আল্লাহ বলিলেন, হাঁ তুমি কি ইহাতে রাজি হইবেনা যে, যে ব্যক্তি তোমার মিলনাকাঙ্খী হইবে আমিও তাহার মিলনাঙ্খী হইব, আর যে ব্যক্তি তোমার বিচ্ছেদকারী হইবে, আমি ও তাহার বিচ্ছেদকারী হইব ? আত্মীয়তা বলিল হাঁ, আমার প্রতিপালক, (আমি ইহাতে রাজি হইলাম)।"

(৪) উক্ত পৃষ্ঠা,—

يَقُوْلُ مَنْ سَرَّه' اَنْ يُّبْسَطَ لَه' فِىْ رِزْقِهٖ وَاَنْ يُّنْسَاَ لَه' فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَه' ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, তাহার জীবিকা বৃদ্ধি করা হউক এবং তাহার আয়ুতে বরকত দেওয়া হউক, সে ব্যক্তি যেন আত্মীয়তার মিলনকারী হয়।"

(৫) উক্ত পৃষ্ঠা,—

عَنِ النَّبِىْ صلعم يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ☆

"(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয়তা বিচ্ছেদকারী ব্যক্তি (হিসাব অন্তে) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

(৬) উক্ত পৃষ্ঠা,—

قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىْ وَ لٰكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُه' وَ صَلَهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের উপকারের বিনিময় প্রদান করে, সে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায়কারী নহে, কিন্তু যে ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাহার সহিত বিচ্ছেদ করিয়াছে, ইহা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি তাহাদের উপকার করে, সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায়কারী হইবে।"

(৭) সহিহ মোছলেম, ২/৩১৫ পৃষ্ঠা,—

اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَ يَقْطَعُوْنِىْ وَ اُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَ يُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَ اَحْلُمُ عَنْهُمْ وَ يَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ ☆

"নিশ্চয় একজন লোক বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, সত্যই আমার কতকগুলি আত্মীয় আছে, আমি তাহাদের মিলনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, তাহারা আমার সহিত বিচ্ছেদ করিয়া থাকে, আমি তাহাদের উপকার করিয়া থাকি, তাহারা আমার অপকার করিয়া থাকে, আমি তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়া থাকি এবং তাহারা আমার সহিত অভদ্রতা করিয়া থাকে। ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি যেরূপ বলিতেছ, যদি সেইরূপ হইতে পার, তবে তুমি তাহাদের উপর ভষ্ম নিক্ষেপ করিবে, এবং তুমি যতক্ষণ এই অবস্থায় থাক, তাহাদের ক্ষতি নিবারণকল্পে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একজন সহায়তাকারী (ফেরেশতা) অনবরত তোমার সহিত থাকিবে।"

(৮) কোর-আন সুরা নূর,—

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"এবং তোমাদের মধ্যে গৌরাবন্বিত ও ক্ষমতাবান লোকেরা আত্মীয় স্বজন, দরিদ্র এবং খোদার পথে হেজরতকারিদিগকে দান (না) করিতে, যেন শফথ না করেন এবং তাহারা যেন ক্ষমা করেন ও অপরাধ পরিহার করেন এবং তোমরা কি ভালবাস না যে আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।"

মেছতাহ নামক একজন লোক হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের আত্মীয় ছিল, হজরত ছিদ্দিক তাহার ভরণ পোষণ করিতেন, উক্ত মেছতাহ অযথা ভাবে হজরত আএশার (রাঃ) উপর অপবাদ প্রয়োগ করিল, হজরত ছিদ্দিক শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি আর উক্ত ব্যক্তির ভরণ পোষণ করিবেন না। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়, ইহাতে তিনি তাহার দোষ মার্জ্জনা করেন এবং পুনরায় তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন।

(৯) তেরমেজি ও আবু দাউদ,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যে কোন গোনাহ কার্য্যের জন্য পরজগতে গোনাহগারের শাস্তি নির্দ্ধারণ করিয়া

রাখিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও এই জগতে অচিরে তাহাকে শাস্তিগ্রস্ত করেন, তন্মধ্যে রাজদ্রোহিতা ও আত্মীয়তা বিচ্ছেদ সমধিক উল্লেখ যোগ্য।"

(১০) সহিহ তেরমেজি, ২/১৩ পৃষ্ঠা,—

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক দুইটি কন্যাসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। আমার নিকট একটি খোর্ম্মা মাত্র ছিল, আমি উহা তাহাকে দান করিলাম। সে উহা কন্যাদ্বয়কে বণ্টন করিয়া দিল, নিজে কিছু ভক্ষণ করিল না, তৎপরে চলিয়া গেল। তৎপরে জনাব নবি (ছাঃ) আগমন করিল, আমি তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি এই কন্যাগুলির ভার বহন করিতে বিপন্ন হইয়াছে, উক্ত কন্যাগুলি তাহার পক্ষে দোজখের অন্তরাল হইবে।

আর এক রেওয়াএতে আছে, যাহার তিনটি কন্যা বা ভগ্নি অথবা দুইটি কন্যা বা ভগ্নি থাকে, তৎপরে সে ব্যক্তি সুন্দররূপে তাহাদের প্রতিপালন করে এবং তাহাদের হক সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালার ভয় করে, তাহার স্থান বেহেশত হইবে।

(১১) কোরআন ছুরা ইউছুফ।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا ءَ اِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَآ اَخِيْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

"(হজরত) ইউছফ বলিলেন, যখন তোমরা অনভিজ্ঞ ছিলে, সেই সময় তোমরা ইউছফ ও তাহার ভ্রাতার সহিত যাহা করিয়াছিলে, তাহা তোমরা জান কি ? তাহারা (হজরত ইউছুফের ভ্রাতাগণ) বলিলেন, সত্য সত্যই কি তুমি সেই) ইউছফ? তিনি বলিলেন, আমি ইউছফ এবং এই ব্যক্তি আমার (সহোদর ভাই) আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরহেজগারি করে (আল্লাহকে ভয়) এবং ধৈর্য্য ধারণ (ছবর) করে, সত্যই আল্লাহ (উক্ত প্রকার) সৎলোকদিগের ফল বিনষ্ট করেন না। তাহারা বলিলেন, খোদার শপথ, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং সত্যই আমরা ভ্রান্ত ছিলাম। ইউছফ বলিলেন, অদ্য তোমাদিগের উপর কোন ভর্ৎসনা নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাফ করুন এবং তিনি দয়াশীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াশীল।" আত্মীয়গণের অপরাধ ক্ষমা করার ইহাই জ্বলন্ত নিদর্শন।

তৃতীয় ওয়াজ

প্রতিবেশীর হক

(১) কোর-আন সুরা নেছা,—

وَ اعْبُدُ وا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِـذِى الْـقُـرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَا الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِا لْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ؕ

"এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার এবাদত কর, আমার সহিত কোন বস্তুর অংশীস্থাপন করিও না, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনগণ পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ, আত্মীয় প্রতিবেশী, অপর প্রতিবেশী, সহচর, বিদেশী এবং তোমাদের ক্রীতদাসের সহিত সদ্ব্যবহার কর।"

(২) সহিহ বোখারি, ৪/৩৪ পৃষ্ঠা,—

عَنِ النَّبِيِّ صلعم مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ ☆

"(জনাব) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, জিবরাইল (আঃ) সর্ব্বদা আমাকে প্রতিবেশীর (হকের) জন্য 'অছিয়ত' করিতেন, এমন কি আমি ধারণা করিলাম যে, নিশ্চয় তিনি অচিরে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী (ওয়ারেছ) স্থির করিবেন।"

(৩) উক্ত পৃষ্ঠা,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَ اللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَا يَاْمَنُ جَارُه' بَوَائِقُه' ☆

"হজরত তিনবার বলিয়াছেন, খোদার শপথ, সে ইমানদার হইবে না। লোকে বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, সে কোন ব্যক্তি ? হজরত বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি যাহার প্রতিবেশী তাহার ক্ষতি হইতে নির্ভীক হইতে পারে না।"

(৪) সহিহ মোছলেম,—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَاْمَنُ جَارُه' بَوَائِقَهُ

"যে ব্যক্তির প্রতিবেশীরা তাহার অপকারিতা হইতে নির্ভীক না থাকে, সে ব্যক্তি (হিসাব অন্তেই) বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।"

(৫) সহিহ বোখারি, ৪/৩৪ পৃষ্ঠা,—

قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَه' ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"

(৬) উক্ত পৃষ্ঠা,—

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِى قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَا بًا ☆

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় আমার দুই জন প্রতিবেশী আছে, এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকে

উপঢৌকন (তোহফা) প্রদান করিব ? হজরত বলিলেন যে প্রতিবেশীর দ্বার তোমার সমধিক সন্নিকট (তাহাকে প্রদান কর)।"

(৭) বয়হকি, শোয়া বোল-ইমান বর্ণনা করিয়াছেন,—

يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَ جَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ অবস্থায় থাকে, অথচ তাহার প্রতিবেশী-তাহার পার্শ্বে ক্ষুধার্ত্ত থাকে, সে ব্যক্তি (খাঁটি) ইমানদার নহে।"

(৮) এবনো মাজা,—

একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) কে বলিয়াছিল, ইয়া হজরত, আমি সজ্জন অথবা অসৎ, তাহা কিরূপে জানিব ? হজরত বলিলেন, যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদিগকে বলিতে শুনিবে যে, তুমি সৎকার্য্য করিয়াছ, তখন তুমি নিজেকে সৎ জানিবা, আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদিগকে বলিতে শুনিবা যে, তুমি অসৎ করিয়াছ, তখন তুমি নিজেকে অসৎ বলিয়া ধারণা করিবা।

(৯) মছনদে আহ্‌মদ,—

একজন লোক বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, অমুক স্ত্রীলোক অধিক পরিমাণ নামাজ, রোজা ও ছদকা দানে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু সে নিজ রসনা দ্বারা প্রতিবেশীদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে। হজরত বলিলেন, সে দোজখে যাইবে। তৎপরে সে ব্যক্তি বলিল ইয়া রাছুলুল্লাহ, অমুক স্ত্রীলোক (জরুরী) নামাজ ও রোজা করিয়া থাকে এবং অল্প দান করিয়া থাকে, কিন্তু সে নিজ রসনা দ্বারা প্রতিবেশীদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে না। হজরত বলিলেন, সে বেহেশতে গমন করিবে।

(১০) মছনদে-আহমদ,—

اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَارَانِ ☆

"কেয়ামতের দিবস প্রথমে দুই প্রতিবেশী (ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়ার জন্য) বিরোধকারী হইবে।"

(১১) সহিহ তেরমেজি, ১/১২৫/১২৬ পৃষ্ঠা,—

مُرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট একটি লাশ নীত হইল, লোকে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, ইহাতে হজরত বলিলেন, (তাহার পক্ষে) বেহেশত ওয়াজেব হইয়াছে, তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা জমিনে আল্লাহতায়ালার সাক্ষ্যদাতা।"

(১২) সহিহ মোছলেম,—

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস বলিবেন, হে আদম সন্তান, আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর নাই। সে ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক, আমি কিরূপে তোমার তত্ত্বানুসন্ধান করিব ? আল্লাহ বলিবেন, তুমি কি জাননা যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হইয়াছিল, তুমি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান কর নাই। তুমি কি জাননা যে, যদি তুমি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে, তবে আমার সন্তোষলাভ করিতে পারিতে।

হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য প্রদান কর নাই। সে ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আমি কিরূপে তোমাকে খাদ্য ভক্ষণ করাইব? আল্লাহ বলিবেন, তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয় আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে খাদ্যপ্রদান কর নাই, তুমি কি জাননা যে, যদি তুমি তাহাকে খাদ্য ভক্ষণ করাইতে তবে উহার সুফল আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে।

হে আদম সন্তান, আমি তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। সে ব্যক্তি বলিবে হে আমার প্রতি পালক, তুমি জগদবাসীদিগের প্রতিপালক কাজেই কিরূপে আমি তোমাকে পানি পান করাইব ? আল্লাহ বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পানি পান করাও নাই, যদি তুমি তাহাকে পানি পান করাইতে, তবে উহার সুফল আমার নিকট প্রাপ্ত হইতে।

চতুর্থ ওয়াজ

বিদেশী অতিথির হক

(১) কোর-আন সুরা বাকারাহ,—

وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ ☆

"(কিন্তু প্রকৃত সৎ ঐ ব্যক্তি) যে অর্থের লালসা সত্ত্বেও উহার আত্মীয়গণ, পিতৃহীন সন্তানগণ, দরিদ্রগণ, বিদেশী (গণ) ও ভিক্ষুকগণকে এবং (ক্রীতদাসদিগের) দাসত্ব মোচনের দান করিয়াছে।"

(২) সহিহ বোখারি, ৪/৩৪ পৃষ্ঠা,—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে ব্যক্তি যেন নিজের অতিথীর সম্মান করে।"

(৩) সহিহ তেরমেজি,—

قَالَ وَ مَا هُنَّ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ لِيْنُ الْكَلَامِ وَ الصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ ☆

আল্লাহ বলিলেন, দারাজাত কি কি ? আমি বলিলাম, খাদ্য ভক্ষণ করান, নরম কথা বলা এবং লোকেরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকে সেই সময় তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া।"

(৪) কোর-আন সুরা হাশর,—

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۛؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

"এবং যদি তাহাদের অভাব থাকে, তথাচ (অন্যকে) আপন বস্তুর প্রতি অধিকার প্রদান করে, এবং যাহারা রিপূর কৃপণতা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই মুক্তির অধিকারী হইবে।"

সহিহ বোখারি, ৩/১২৪ পৃষ্ঠা,—

একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্থ হইয়াছি হজরত নিজের স্ত্রীদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কিছুই পাওয়া গেলনা। তখন হজরত বলিলেন, যে কেহ অদ্য রাত্রীতে এই অথিতীর সেবা করিবে, আল্লাহ তাহার উপর দয়া করিবেন। একজন আনসারী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি লইয়া যাইব। তৎপরে সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলি, রাছুল (ছাঃ) এর অতিথী, যাহা কিছু থাকে তাহাকে দান কর। স্ত্রী বলিল, আল্লাহতায়ালার শপথ, আমার নিকট সন্তানদিগের খাদ্য ব্যতীত কিছুই নাই। সে ব্যক্তি বলিল, সন্তানেরা খাদ্য ভক্ষণ করিতে চাহিলে, তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া রাখ এবং তুমি আসিয়া প্রদীপটি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও, অদ্য রাত্রে আমরা অনাহারে থাকিব। স্ত্রী তাহাই করিল, অতিথিটি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালা এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কার্য্য দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়।"

(৫) কোর-আন সুরা হুদ,—

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ؕ

"নিশ্চয় আমার প্রেরিতগণ (ফেরেশতাগণ) শুভ সংবাদ সহ এবরাহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ছালাম, উক্ত এবরাহিম বলিলেন, ছালাম, তৎপরে তিনি অবিলম্বে ভর্জ্জিত গোবৎস (মাংস) আনয়ন করিলেন। তৎপরে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের হস্তগুলি উহার দিকে পৌছিতেছে না, তখন তিনি তাহাদের উপর দোষারোপ করিলেন এবং তিনি তাহাদিক হইতে ভয় পাইলেন, তাঁহারা বলিলেন তুমি ভয় করিও না, নিশ্চয় আমরা লুতের স্বজাতিদিগের দিকে প্রেরিত হইয়াছি।"

হজরত এবরাহিম (আঃ) অতিথি প্রিয় ছিলেন, বিনা অতিথি আহার করিতেন না। সাত দিবস পরে কয়েকজন ফেরেশতা অতিথিরূপে আগমন করিয়া ছিলেন, সেই সময় তিনি একটী গোবৎস জবাহ করিয়া তাঁহাদের খাদ্য প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাঁহারা উহা ভক্ষণ করেন নাই। তাহাই এই আয়তে কথিত হইয়াছে।

(৬) কোর-আন সুরা নেছা,—

وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

"এবং আল্লাহ এবারাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।'

তফছিরে বয়জবিতে লিখিত আছে, এক সময় সামদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, হজরত এবরাহিম (আঃ) নিজের সমস্ত অর্থ ও পশু অতিথিদিগকে দান করিতে লাগিলেন, তৎসমস্ত নিঃশোষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি চল্লিশটী বস্তা সহ একজন মিশরবাসী বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন এবং লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি যেন চল্লিশ বস্তা ময়দা গোলামদিগের হস্তে কর্জ্জস্বরূপ প্রেরণ করেন, এই ময়দা দ্বারা অতিথিদিগের অভাব পূর্ণ করা হইবে। মিশরবাসী বন্ধু উহা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করিলেন। ক্রীতদাসেরা শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। তন্মধ্যে একজন সূচতুর গোলাম বলিতে লাগিল, যদি হজরত এবরাহিম (আঃ) আমাদিগকে শূন্য হস্তে দেখেন, তবে অতিথিদিগের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া শোকাকুল হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন। আমরা চল্লিশ বস্তা বালু পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইব, তিনি তৎসমস্ত ময়দা ধারণা করিয়া

আনন্দে বিভোর হইবেন, পরে আমরা প্রকৃত কথা বলিব। আনন্দের পরে দুঃখ হইলে, তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইবে না। গোলামেরা বালু দ্বারা চল্লিশটী বস্তা পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি মহা আনন্দে অতিথিদিগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সুচতুর গোলাম প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলে, তিনি বস্তাগুলি খুলিয়া দেখেন যে, তৎসমূদয়ের মধ্যে এরূপ ময়দা রহিয়াছে— যাহার নমুনা (দৃষ্টান্ত) পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তখন হজরত এবরাহিম (আঃ) ছেজদায় পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যদিও মিসরের বন্ধু আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তথাচ প্রকৃত বন্ধু খোদাতায়ালা আমাকে ভুলেন নাই। সেই সময় হজরত জিবরাইল এই সংবাদ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন যে, খোদাতায়ালা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭) তফছির রুহোল বয়ান,—

"হজরত এবরাহিম (আঃ) এক সময় পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ময়দানে বিচরণকারী বিবিধ পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ছিলেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) অতিথিরূপে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, হে এবরাহিম আপনার বার সহস্র ছাগরক্ষী কুকুরের প্রত্যেকের গলদেশে এক একটি স্বর্ণ ঘণ্টা বন্ধন করা হইয়াছে কেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ আমাকে স্বর্ণরাসি প্রদান করিয়াছেন, আমি যেন উহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া খোদা প্রেম হইতে বিমুখ না হই, এজন্য উহা কুকুরের গলদেশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। তৎশ্রবণে (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কিছু পশু দান চাহিলেন, তদুত্তরে হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন আপনি মহান খোদাতায়ালার নাম পাঠ করুন। তখন তিনি "ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন সُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ রাব্বোনা অরাব্বোল মালাএকাতে অর্রুহ," এই নামগুলি পাঠ করিলেন। ইহাতে হজরত এবরাহিম (আঃ) আল্লাহ নামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে এক চতুর্থাংশ পশু দান করিলেন। এইরূপ তিনি কয়েকবার উক্ত নামগুলি উচ্চারণ করেন, এবং হজরত এবরাহিম (আঃ) পরে পরে তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধেকাংশ অবশেষে সমস্ত পশু দান করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চম ওয়াজ

মুসলমানদিগের হক

(১) কোর-আন, সুরা হোজরাত,—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ☆

"ইমানদারগণ—ভাই ব্যতীত নহেন, কাজেই তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও।"

(২) সহিহ বোখারি ও মোসলেম,—

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ وَ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে না, একে অন্যকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে কেহ নিজ ভ্রাতার অভাব মোচন করিতে থাকে, আল্লাহ, তাহার অভাব মোচন করিতে থাকিবেন যে ব্যক্তি কোম মুসলমানের একটি বিপদ মোচন করিবে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবসের বিপদ রাশির মধ্যে তাহার একটি বিপদ উদ্ধার করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহার দোষ গোপন করিবেন।"

(৩) সহিহ মোছলেম,—

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُه' وَ لَا يَخْذُ لُه' وَ لَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَ يُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُه' وَ مَالُه' وَ عِرْضُه' ☆

"এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবে না, একে অন্যকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। একে অন্যের প্রতি ঘৃণা করিবেনা। এবং তিনি তিনবার বক্ষের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই স্থলই পরহেজগারি। মনুষ্যের মন্দ হওয়ার (ইহাই) যথেষ্ট লক্ষণ যে, নিজের ভাইকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। প্রত্যেক মুসমানের পক্ষে অন্য মুসলমানের রক্তপাত, অর্থ আত্মসাৎ ও সম্ভ্রম নষ্ট করা হারাম।"

(৪) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন বান্দা ইমানদার হইতে পারে না—যতক্ষণ (না) সে ব্যক্তি যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে তাহা নিজের ভাইর জন্য পছন্দ করে।"

(৫) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اَشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمّٰى ☆

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তুমি ইমানদারগণকে পরস্পর দয়া বিতরণে প্রীতিস্থাপনে ও সহানুভূতি প্রকাশে একটী অবয়বের তুল্য দেখিবে যদি উহার একটি অঙ্গ পীড়িত হয়, তবে তজ্জন্য অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ নিদ্রাত্যাগে ও তাপ ভোগে অংশীদার হয়।"

(৬) সহিহ মোছলেম,—

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّه‘ وَ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اشْتَكٰى كُلُّه‘ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ইমানদারগণ একটি মনুষ্যের তুল্য যদি তাহার চক্ষু পীড়িত হয়, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত হইবে, আর যদি মস্তক পীড়িত হয়, তবে তাহার সমস্ত অঙ্গ পীড়িত হইবে।"

(৭) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُه‘ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, একজন ইমানদার অন্য ইমানদারের পক্ষে

অট্টালিকার তুল্য উহার একাংশ অন্যাংশের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, তৎপরে হজরত এক হস্তের অঙ্গুলিগুলি অন্যহস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখাইয়া দিলেন।

(৮) সহিহ নাছায়ী,—

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُه‘ اِذَا مَرِضَ وَ يَشْهَدُه‘ اِذَا مَاتَ وَ يُجِيْبُه‘ اِذَا دَعَاه‘ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَه‘ وَ يُشَمِّتُه‘ اِذَا عَطَسَ وَ يَنْصِحُ لَه‘ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, এক ইমানদারের প্রতি অন্য ইমানদারের ছয়টি হক আছে যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি পীড়িত হয়, তখন প্রথম ব্যক্তি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইবে, যখন সে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, তখন এই ব্যক্তি তাহার (জানাজা, দফন ইত্যাদিতে) উপস্থিত হইবে। যখন সে ব্যক্তি ইহাকে দাওয়াত করে, তখন এই ব্যক্তি উহা কবুল করিবে। যখন সে ব্যক্তি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এই ব্যক্তি তাহাকে ছালাম জানাইবে। যখন সে ব্যক্তির হাঁচি হয়, এই ব্যক্তি (ইয়ারহামোকাল্লাহ বলিয়া উত্তর দিবে। সে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকুক, অথবা উপস্থিত থাককু, এই ব্যক্তি তাহার মঙ্গল কামনা করিবে।"

(৯) সহিহ আবু দাউদ,—

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَه‘ وَ يَحُوْطُه‘ مِنْ وَّرَائِهِ ☆

"একজন ইমানদার অন্য ইমানদারের পক্ষে দর্পণ স্বরূপ, একজন ইমানদার অন্য ইমানদারের ভাই, একে অন্যকে ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিবে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার রক্ষণ বেক্ষণ করিবে।"

প্রথম অংশের অর্থ এই যে, যেরূপ দর্পণে মুখমণ্ডলের দোষ গুণ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ অন্য মুসলমানের দ্বারা নিজের দোষ গুণ অবগত হওয়া যায়। মুসলমান ভাইর মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তাহাকে তাহা অবগত করাইয়া উহা দূরীভূত করার চেষ্টা করিবে।

(১০) আবুদাউদ,—

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এক স্থানে একজন মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইতেছে, এক্ষেত্রে অন্য মুসলমান তাহার সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতে তাহার সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। আর যে মুসলমান উক্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করিবেন, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতে তাহার সাহায্য করিবেন।"

(১১) শরহোশ-সুন্নাহ,—

"হজরত বলিয়াছেন, একজনের সমক্ষে কোন মুসলমানের নিন্দাবাদ করা হইতেছে, প্রথম ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইয়া উহার প্রতিবাদ করে, আল্লাহ দুই জগতে তাহার সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও উহার প্রতিবদা না করে আল্লাহ দুই জগতে তজ্জন্য তাহার শাস্তি (প্রতিশোধ) প্রদান করিবেন।"

(১২) আবু দাউদ,—

مَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيْدُ بِهٖ شَيْنَه‘ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে তাহার উপর কোন অপবাদ প্রয়োগ করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে দোজখের সেতুর উপর বন্দী করিয়া রাখিবেন, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি উক্ত অপবাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

(১৩) সহিহ তেরমেজি,—

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ ☆

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমানদারের ক্ষতি করে, কিম্বা তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করে, সে ব্যক্তি অভিসম্পাতগ্রস্ত (লানতগ্রস্ত) হইবে।"

(১৪) সহিহ তেরমেজি,—

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَ يَبْتَلِيْكَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমার ভ্রাতার বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করিও না, কেননা ইহাতে আল্লাহ তাহার উপর দয়া করিবেন, পরন্তু তোমাকে বিপন্ন করিবেন।"

(১৫) তেরমেজি,—

لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَ لَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ
فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা মুসলমানদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, এবং তাহাদের গুপ্তদোষ অনুসন্ধান করিও না কেননা যে ব্যক্তি নিজ মুসলমান ভাইএর গুপ্ত দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দেন।"

(১৬) সহিহ বোখারি

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِءٍ مَمْلُوْكَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের স্ত্রী কিম্বা দাসকে কুপরামর্শ দিয়া বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি আমার পথ হইতে বাহির হইয়া যাইবে।"

(১৭) সহিহ মোছলেম,—

وَ رَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَ لَا يُمْسِىْ اِلَّا وَ هُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَ مَالِكَ ☆

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, পাঁচজন লোক দোজখী হইবে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি প্রভাত ও সন্ধ্যায় স্ত্রী ও অর্থের লোভে তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে।"

(১৮) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি তোমার অত্যাচারী কিম্বা অত্যাচারগ্রস্ত ভাইকে সাহায্য কর। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি অত্যাচারগ্রস্ত ভাইকে সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারি ভাইকে কিরূপে সাহায্য করিব ? হজরত বলিলেন, অত্যাচারীকে অত্যাচার হইতে বাধা প্রদান করিবে, ইহাতে তোমার পক্ষে তাহার সাহায্য করা হইয়া যাইবে।"

(১৯) সহিহ আবু দাউদ,—

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কোন মুছলমানের পক্ষে তিন দিবসের অধিক নিজের ভাইয়ের সহিত কথাবার্ত্তা ত্যাগ করা হালাল নহে। যে ব্যক্তি তিন

দিবসের অধিক এইরূপ করে, তৎপরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করিবে।"

(২০) আবুদাউদ,—

" হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বৎসর নিজের (মুসলমান) ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যেন তাহার প্রাণ হত্যা করিল।"

(২১) আবুদাউদ,—

"হজরত বলিয়াছেন, কোন ইমানদারের পক্ষে তিন দিবসের অধিক অন্য ইমানদারের সহিত কথাবার্ত্তা ত্যাগ করা হালাল হইবে না। তিন দিবস গত হইলে, উক্ত ইমানদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছালাম করিবে, যদি সে ব্যক্তি ছালামের উত্তর দেয়, তবে উভয়ে ছওয়াবের (সুফলের) অংশী হইবে। আর যদি সে ব্যক্তি ছালামের উত্তর না দেয়, তবে গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইবে, এবং ছালামকারী উক্ত বর্জ্জনের (গোনাহ) হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"

(২২) সহিহ মোছলেম,—

يُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِا للّٰهِ شَيْأً اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ انْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের দিবসে বেহেশতের দ্বার উদঘাটিত হয়, সেই সময় যে ব্যক্তির তাহার ভ্রাতার সহিত বিদ্বেষ থাকে তাহা ব্যতীত যে কোন বান্দা খোদার সহিত কোন বিষয়ের শরিক (অংশী-স্থাপন) না করিয়া থাকে, তাহার গোনাহ মাফ করা হয়। তৎপরে বলা হয়, এই উভয় ব্যক্তি যতক্ষণ সন্ধি না করে, ততক্ষণ তাহাদিগকে অবকাশ দাও।"

পাঠক, মনে রাখিবেন, পার্থিব কোন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত কলহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে তিন দিবসের অধিক বর্জ্জন করা জায়েজ নহে, কিন্তু শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী অথবা বেদয়াত মত প্রচারক যতদিবস তওবা না করে, ততদিবস তাহাকে বর্জ্জন করা জায়েজ। ইহা লাময়াত কেতাবে আছে।

(২৩) আবুদাউদ ও তেরমেজি,—

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে রোজা, ছদকা, ও নামাজ অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠতর বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না ? আমরা (সাহাবাগণ) বলিলাম, হাঁ। হজরত বলিলেন দুইটি লোকের পরস্পরের বিরোধ মীমাংসা করিয়া দেওয়া উভয়ের মধ্যে অশান্তি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের ধ্বংশকারী।"

ষষ্ঠ ওয়াজ

সৎসঙ্গ এবং অসৎসঙ্গ

(১) কোর-আন সুরা নিসা,—

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাছুলের আদেশ পালন করে, এই শ্রেণীর লোক উক্ত নবি, ছিদ্দিক, সহিদ ও সৎলোকদিগের সঙ্গী হইবে, যাঁহাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তম সহচর।"

হজরত ওছামা রুগ্ন অবস্থায় ও মলিন বদনে হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলে, এখন আমি আপনার সহচর রূপে আছি, কিন্তু পরকালে আপনি উচ্চ বেহেশ্‌তে অবস্থিত করিবেন, আর আমি নিম্নস্থানে অবস্থিত করিব, আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকিব, এই চিন্তায় আমি রুগ্ন হইয়া গিয়াছি। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, যদিও পয়গম্বর ও উম্মত বেহেশতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে (তবকায়) থাকিবেন, তথাচ পয়গম্বরের প্রিয় উম্মতগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ বাসনা করা মাত্র মধ্যবর্ত্তী অন্তরাল দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

(২) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا ☆

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি বলিল, ইয়ারাছুলুল্লাহ কোন সময় কেয়ামত হইবে ? হজরত বলিলেন, তোমার উপর পরিতাপ হউক, তুমি উহার জন্য কি সংগ্রহ করিয়াছ ? সে ব্যক্তি বলিল, আমি উহার জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলকে ভালবাসি। হজরত বলিলেন, তুমি যাহার সহিত ভালবাসা করিয়াছ, তাহার সঙ্গে থাকিবে। (সাহাবা আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানগণ যেরূপ এই কথাতে আনন্দি হইলেন, ইসলামের পরে কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকে এরূপ আনন্দিত হইতে দেখি নাই।"

(৩) সহিহ বোখারি ও মোসলেম,—

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صلعم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ ☆

" একজন লোক (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়ারাছুলুল্লাহ, একব্যক্তি একদল লোককে ভাল বাসিয়াছে, অথচ

তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে নাই, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ? হজরত বলিলেন, লোক যাহার সহিত প্রীতিস্থাপন করিয়াছে, (কেয়ামতে) তাহার সহিত থাকিবে।"

(৪) তেরমেজি, আবুদাউদ ও আহমদ,—

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্য নিজের বন্ধুর মতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এক্ষণে তোমাদের কেহ কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, তাহা যেন চিন্তা করিয়া দেখে" এমাম গাজ্জালি (রঃ) বলিয়াছেন, অর্থলোলুপদিগের সঙ্গলাভে লালসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং সংসার বিরাগিদিগের সংসর্গে আর্থিক কামনা বাসনা দূরীভূত হইয়া থাকে, কেননা মনুষ্যদিগের প্রকৃত (মেজাজ) অনুকরণপ্রিয় হইয়া থাকে, এমন কি একের প্রকৃতি অন্যের প্রকৃতিগত স্বভাব এরূপ গোপন ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে যে, লোকে আদৌ তাহা বুঝিতে পারে না।

(৫) কোর-আন শরিফ সুরা তওবা,—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

"হে ইমানদারগণ তোমরা খোদার ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদিগের সঙ্গী হও।"

(৬) সহিহ মোছলেম,—

اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ

اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস বলিবেন, যে ব্যক্তিরা

আমার মাহাত্মের খাতিরে পরস্পরে প্রীতি প্রণয় সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা কোথায় ? যে দিবস আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া হইবে না—অদ্য সেই দিবসে আমি তাহাদিগকে আমার (উক্ত) ছায়াতে স্থান দান করিব।"

(৭) মোয়াত্তায় মালেক,—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَ الْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَ الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَ الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ ☆

"আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যাহারা আমার খাতিরে পরস্পরে প্রীতি স্থাপন করিয়া থাকে, আমার খাতিরে এক মজলিশে উপবেশন করিয়া থাকে, আমার খাতিরে পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এবং আমার খাতিরে একে অন্যকে দান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভালবাসা আমার পক্ষে ওয়াজেব হইয়াছে।"

(৮) সহিহ তেরমেজি,—

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمَا النَّبِيُّوْنَ وَ الشُّهَدَاءَ ☆

আল্লাহতায়ালা বলিবেন, যাহারা আমার মাহাত্মের খাতিরে পরস্পরে প্রীতি প্রণয় স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের জন্য জ্যোতিষ্মান মিম্বার হইবে—নবিগণ ও শহিদগণ (তাহাদের উচ্চ সম্মান দর্শনে) আক্ষেপ করিতে থাকিবেন।"

(৯) আবুদাউদ,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءِ وَ لَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَاشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُم قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَاطُوْنَهَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّ وُجُوْ هُمْ لَنُوْرٌ وَّ اِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُوْنَ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের মধ্যে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা নবী ও শহীদ নহেন, নবিগণ ও শহিদগণ কেয়ামতের দিবস আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁহাদের দরজা (পদমর্যাদা) (দর্শনে) আক্ষেপ-করিতে থাকিবেন। সাহাবাগণ বলিবেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোক, তাহা আমাদিগকে অবগত করাইয়া দিন। হজরত বলিলেন, তাহারা এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে, তাঁহাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও টাকা কড়ি পরস্পর আদান প্রদান না থাকিলেও আল্লাহতায়ালার প্রেমের (মহব্বতের) খাতিরে পরস্পর প্রীতি প্রণয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় তাঁহাদের মুখগুল জ্যোতিষ্মান (নুরানি) হইবে এবং নিশ্চয়ই তাহারা জ্যোতিষ্মান আসনে (বসিবে), লোকে যে সময় আতঙ্কিত হইবেন, তাঁহারা

আতঙ্কিত হইবেন না এবং লোকে যে সময় মর্ম্মাহিত হইবেন, তাঁহারা মর্ম্মাহত হইবেন না। তৎপরে হজরত এই আয়ত পাঠ করিলেন,—

"সাবধান ! আল্লাহতায়ালার বন্ধুগণের উপর কোন ভয় উপস্থিত হইবে না এবং তাঁহারা দুঃখিত হইবেন না।"

(১০) আবু দাউদ ও তেরমেজি,—

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য (তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত) প্রীতি স্থাপন করিল, আল্লাহতায়ালার খাতিরে (তাঁহার শত্রুদের সহিত) বিদ্বেষভাব পোষণ করিল, আল্লাহতায়ালার জন্য (অসৎ কার্য্যে) দান করা হইতে বিরত থাকিল, সত্যই সেই ব্যক্তি ইমান পূর্ণ করিল।"

(১১) আবু দাউদ,—

اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَ الْبُغْضُ فِى اللّٰهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁহার খাতিরে প্রীতিস্থাপন করা ও তাঁহার খাতিরে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা সমধিক প্রীতিজনক কার্য্য।"

(১২) বয়হকি,—

لَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ فِى الْمَشْرِقِ وَ اٰخِرُ فِى الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتَ تُحِبُّهٗ فِىَّ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি দুই বান্দা মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার খাতিরে পরস্পরে প্রীতি স্থাপন করে, অথচ তাহাদের একজন পূর্ব্বদেশে এবং অন্যজন পশ্চিমদেশে থাকিত, তবে অবশ্য আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তাহাদের উভয়কে একত্রিত করিয়া বলিবেন এই বান্দা ঐ ব্যক্তি যাহাকে তুমি আমার খাতিরে ভালবাসিতে।"

(১৩) উক্ত কেতাব,—

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيْءُ كَمَا يُضِيْءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّىُّ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ وَالْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ وَ الْمُتَجَالِسُوْنَ فِى اللّٰهِ وَ الْمُتَلَاقُوْنَ فِى اللّٰهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় বেহেশতের মধ্যে ইয়াকুতের স্তম্ভসকল আছে, তৎসমস্তের উপর জাবারজাদ প্রস্তরের অট্টালিকা সকল আছে, তৎসমস্তের উদঘাটিত দ্বারগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। সাহাবাগণ বলিলেন, তথায় কাহারা অবস্থিতি করিবেন? হজরত বলিলেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার খাতিরে পরস্পরে ভালবাসা করিয়াছিলেন, এক মজলিশে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।"

(১৪) সহিহ মোছলেম,—

اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ فِىْ مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهٗ فِىْ

اَللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهٗ فِيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় একব্যক্তি অন্য গ্রামে তাহার এক ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করণেচ্ছায় রওনা হইয়াছিলেন, ইহাতে আল্লাহ তাহার গন্তব্য পথে একজন ফেরেশতা তাহার প্রতীক্ষায় নিয়োজিত করিলেন। ফেরেশতা বলিলেন, তুমি কোথায় (গমন করার) ইচ্ছা করিতেছ ? সে ব্যক্তি বলিল, এই গ্রামে আমার এক ভ্রাতার সহিত (সাক্ষাৎ করার) ইচ্ছা করিতেছি। ফেরেশতা বলিলেন, তোমার উপর তাহার কোন হক আছে কি যে, তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে গমন করিতেছ ? সে ব্যক্তি বলিল না, কিন্তু আমি আল্লাহতায়ালার খাতিরে তাহার সহিত ভালবাসা করিয়াছি। ফেরেশতা বলিলেন, আমি তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার সংবাদবাহক তুমি যেরূপ আল্লাহতায়ালার খাতিরে তাঁহার সহিত ভালবাসা করিয়াছ, সেইরূপ আল্লাহ তোমাকে ভালবাসিয়াছেন।"

(১৫) বয়হকি,—

يَا اَبَارَزِيْنَ هَلْ شَعَرْتَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ زَائِرًا اَخَاهُ شَيَّعَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّهٗ وَصَلَ فِيْكَ فَصِلْهُ ☆

"হজরত বলিলেন, হে আবুরজিন, তুমি জান কি যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করণেচ্ছায় নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হয়, ৭০ সহস্র ফেরেশতা তাহার পশ্চাদগামী হন, তাহারা সকলেই তাহার গোনাহ মার্জ্জনার জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তি তোমার খাতিরে আত্মীয়তা বজায় করিল, এক্ষণে তুমি তাহার উপর রহমত কর।"

(১৬) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَ نَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَ اِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً ☆

"হজরত বলিয়াছেন, সৎপারিষদ কিম্বা অসৎসঙ্গী মৃগনাভী বাহক এবং যাঁতা ফুৎকারকারীর তুল্য, মৃগনাভিবাহক তোমাকে (উহার কিছু) দান করিতে পার, কিম্বা তুমি তাহার নিকট হইতে (উহা) ক্রয় করিতে পার, অথবা তুমি উহার সৌরভ প্রাপ্ত হইবে। যাঁতা ফুৎকারকারী হয় তোমার বস্ত্রগুলি দগ্ধ করিয়া দিবে, না হয় তুমি উহার দুর্গন্ধ প্রাপ্ত হইবে।"

(১৭) সহিহ মোছলেম,—

"হাঞ্জালা ওছায়দি বলিয়াছেন, (হজরত) আবুবকর (রাঃ) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে হাঞ্জালা তুমি কেমন আছ ? আমি বলিলাম, হাঞ্জালা মোনাফেক (কপট) হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ, তুমি কি বলিতেছ ? আমি বলিলাম, আমরা (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের নিকট দোজখ ও বেহেশতের সমালোচনা করেন, যেন আমরা চক্ষে দেখিতে থাকি। তৎপরে আমরা তাঁহার কিনট হইতে বহির্গত হইয়া স্ত্রী, সন্তান সন্ততি ও জমি উদ্যানের সহিত মিলিত হই, (উক্ত দোজখ ও বেহেশতের কথা) একেবারে ভুলিয়া যায়। (হজরত) আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, খোদার শপথ, নিশ্চয়ই আমরা উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হই। তৎপরে আমি ও আবুবকর চলিলাম, এমন কি

(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়ারাছুলুল্লাহ, হাঞ্জালা মোনাফেক হইয়া গিয়াছে। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, উহা কিরূপ? আমি বলিলাম ইয়া রাছুলুল্লাহ আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি, আপনি আমাদিগের নিকট দোজখ ও বেহেশতের বর্ণনা করেন যেন আমরা (উহা) স্বচক্ষে দর্শন করি। তৎপরে আমরা আপনার দরবার হইতে বহির্গত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ ও ভুমি সম্পতির সহিত মিলিত হই, একেবারে (বেহেশত ও দোজখের কথা) ভুলিয়া যাই হজরত বলিলেন, যে খোদাতায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যদি সর্ব্বক্ষণ আমার নিকট জেক্র কার্য্যে থাক, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের শয্যায় ও তোমাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন, কিন্তু হে হাঞ্জালা, এক সময় খোদার হক বজায় করিবে, অন্য সময় নিজের আত্মীয়ের হক বজায় করিবে।"

(১৮) কোর-আন সুরা তওবা,—

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا، حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْاۤ اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ط

এবং আল্লাহ উক্ত তিন ব্যক্তির তওবা কবুল করিলেন, যাহারা (জেহাদ হইতে) পশ্চাদপদ হইয়াছিল, এমন কি জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের উপর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রাণ তাহাদের উপর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহতায়ালার (কোপ) হইতে তাঁহার দিক ব্যতীত অন্য আশ্রয়স্থল নাই।

ইহার নাজিল হওয়ার কারণ এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) তবুক যুদ্ধে রওয়ানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাব বেনে মালেক কেন যুদ্ধে

যোগদান করেন নাই ? তদুত্তরে কেহ ভাল কেহ মন্দ ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। হজরত জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কা'ব হজরতের কোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথমতঃ মিথ্যা কথার অবতারণা করার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, অবশেষে মিথ্যা কথার দ্বারা রক্ষা না পাওয়ার ধারণায় সত্য কথার আশ্রয় গ্রহণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। এমতাবস্থায় ৮০ জনের অধিক জেহাদে যোগদান না করার আপত্তি দর্শাইয়া হলফ করিতে লাগিল। হজরত তাহাদের প্রকাশ্য ভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের জন্য মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন এবং তাহাদের অস্পষ্ট ভাবকে আল্লাহতায়ালার উপর ন্যাস্ত করিলেন। কা'ব হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জেহাদে যোগদান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত ! আমি যদি অন্য কোন দুনইয়াদারের নিকট বসিতাম, তবে কোন আপত্তি দর্শাইয়া কোপ হইতে মুক্তি লাভ করিতাম, আমি তর্ক বিদ্যায় অতি পটু, কিন্তু খোদার শপথ আমি জানি যদি আমি অদ্য মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করি, তবে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। আর যদি সত্য কথা বলি, তবে আপনি আমার উপর অসন্তষট হইবেন, কিন্তু পরিণামে আল্লাহতায়ালার নিকট কল্যাণের আশা করি। খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার কোন আপত্তি ছিল না এবং আমার আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিল। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, এখন তুমি চলিয়া যাও। আল্লাহ তোমার সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করেন তাহাই হইবে। বনি-ছলেমা সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক জন লোক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বলিতে লাগিল, তুমি ইতিপূর্ব্বে কোন গোনাহ কর নাই, অন্যান্য লোকেরা যেরূপ আপত্তি দর্শাইয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তুমি কেন সেরূপ করিলে না? হজরত তোমার সম্বন্ধে খোদার নিকট মার্জ্জনা চাহিলে, যথেষ্ট হইয়া যাইত। তাহারা ইহাকে অনবরত উত্তেজিত করিতে লাগিল, ইনিও যেন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া মিথ্যা আপত্তি

দর্শাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, অন্য কেহ আমার ন্যায় বিপন্ন হইয়াছে কি ? লোকে বলিল, মোরারা বেনে রবিয়া ও হেলাল বেনে ওমাইয়া তোমার ন্যায় সত্যকথা বলিয়াছেন, এবং হজরত তাঁহাদের সম্বন্ধে তোমার ন্যায় হুকুম করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) উক্ত তিন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে সাহাবাগণকে নিষেধ করিয়া দিলেন, তাহারা যেন অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। মোরারা হেলাল গৃহে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কা'ব যুবক ও বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি মুসলমানদিগের জমায়াতে নামাজ পড়িতে ও বাজারে ভ্রমন করিতে যাইতেন, কিন্তু কেহই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত না। তিনি হজরতের মজলিশে উপস্থিত হইয়া ছালাম করিতেন, হজরত তাঁহার ছালামের-উত্তর দিতেন কিনা তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি যখন হজরতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন হজরত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। মুসলমানদিগের বর্জ্জন নীতি অনেক দিবস হওয়ার পরে তিনি আবুকাতাদার প্রাচীরের উপর আরোহণ করতঃ তাঁহাকে ছালাম করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না, ইহাতে তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, এমতাবস্থায় শাম দেশ হইতে গাচ্ছার রাজার পক্ষ হইতে একখানা পত্র তাঁহার নিকট পৌছিল উহার মর্ম্ম এই যে, হে কা'ব তোমার পয়গম্বর তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তুমি আমাদের দেশে আগমন কর, আমরা তোমার তত্ত্বাবধান করিব। তিনি ইহা পরীক্ষা ধারণা করিয়া পত্র খানা ছিন্ন করতঃ দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিলেন। ৪০ দিবস পরে হজরত আদেশ প্রদান করিলেন যে, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের পিত্রালয় চলিয়া যাউক। হেলালের স্ত্রী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমার স্বামী অতি বৃদ্ধ, তাহার কোন সেবাকারী নাই, আমি তাহার সেবা করিতে পারি কি? হজরত বলিলেন, হাঁ কিন্তু সে যেন তোমার

সহিত সহবাস না করে কা'ব এই অবস্থায় রোদন করিতে লাগিলেন, ৫০ দিবস পরে উক্ত আয়ত নাজিল হয় এবং হজরত তাঁহাদের তওবা কবুলের সংবাদ প্রচার করেন। কা'ব হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিতে চাহিলেন, হজরত বলিলেন, উহার কতকাংশ নিজের জন্য রাখ তৎপরে তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আমার সত্যকথার জন্য আমাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি শেষ জীবন অবধি সত্য কথা বলিতে ভুলিব না। ইহা সহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে।

(১৯) আবুদাউদ ও তেরমেজি,—

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ اَكَلُوْهُمْ وَ شَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে সময় ইস্রায়েল সন্তানগণ গোনাহ কার্য্যেলিপ্ত হইয়াছিল, তখন তাহাদের বিদ্বানগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা (উক্ত গোনাহ হইতে) বিরত হয় নাই। তৎপরে উক্ত বিদ্বানগণ তাহাদের মজলিশে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত পানাহার করিয়াছিলেন, এই জন্য আল্লাহ কতকের (পাপিদিগের) জন্য কতকের (নিরাপরাধদিগের) হৃদয় মলিন ও কঠিন করিয়া দিলেন, তৎপরে দাউদ ও ইছা বেনে মরইয়ামের রসনায় তাহাদের উপর অভিসম্পাত

(লানত) প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং সীমা অতিক্রম করিত, এই জন্য উহা হইয়াছিল।"

(২০) কোর-আন সুরা মায়েদা,—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ٥

"যাহারা বনি ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের উপর দাউদ ও মরয়েমের পুত্র ইছার রসনায় অভিসম্পাত প্রদান করা হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং সীমা অতিক্রম করিত, এই হেতু উহা হইয়াছে।"

তফছিরে খাজেনে আছে, ইস্রাইল সন্তানগণ শনিবারে সমূদ্রের যে মৎস্যগুলি জবুর কেতাব শ্রবণ করিতে আসিত তৎসমুদয় শীকার করিত খোদাতায়ালা উক্ত মৎস্যগুলি শীকার করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহারা মৎস্য শীকার করার নুতন এক ষড়যন্ত্র করিল, সমূদ্রের তীরে নালা কাটিয়া রাখিয়াছিল মৎস্যগুলি উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কোনরূপে উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত, রবিবারে কৎস্যগুলি শীকার করিত। আল্লাহ তায়ালা ইহাও নিষেধ করিয়া দিলেন। ইস্রাইল বংশধরগণের মধ্যে ১২ সহস্র লোক খোদার আদেশ মান্য করিলেন, ৫৮ সহস্র লোক উহা অমান্য করিয়া মৎস্য শীকার করিতে লাগিল, প্রথমোক্ত দল অবাধ্য দলের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্ম্মান করিলেন এবং উভয় পল্লীর মধ্যে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া লইলেন। বিদ্বানগণ অবাধ্য দলকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে লাগিলনে, কিন্তু ঐ দল তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিল। অবশেষে এই বিদ্বাদনগণ তাহাদের সহিত পানাহার করিতে লাগিলেন, খোদাতায়ালার আদেশে ৫৮ সহস্র লোক বানর হইয়া তিন দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

নেছাবোল এহতেছাবে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহাদের নবী বলিয়াছিলেন, হে খোদা তুমি সমস্তকে বানর করিয়া দিলে, ইহাদের মধ্যে কতক বিদ্বান ও তাপস ছিল, তাহারা তো গোনাহ করে নাই, তবে কিজন্য তাহাদিগকে এরূপ করিলে ? আল্লাহ বলিলেন, তাহারা গোনাহগারদিগের সঙ্গলাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত পানাহার করিয়াছিল, এই জন্য আমি তাহাদিগকে বানর করিয়া দিয়াছি।

(২১) বয়হকি, —

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ ☆

"(জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফাছেকদিগের দাওতের খাদ্য কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

(২২) তেরমেজি ও আবুদাউদ,—

لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَ لَا يَاْ كُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি ইমানদার ব্যতীত কাহারও সঙ্গলাভ করিওনা এবং তোমার দাওতের খাদ্য পরহেজগার ব্যতীত যেন কেহ ভক্ষণ না করে।"

টীকাকার লিখিয়াছেন, ইহা দাওতের খাদ্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, কিন্তু অভাব গ্রস্ত লোকে ইমানদার হউক, আর নাই হউক, তাহাকে খাদ্য দান করা ছওয়াবের কার্য্য হইবে, ইহা কোর-আনের সুরা দহরের আয়ত ইহাতে সপ্রমাণ হয়।

(২৩) কোর-আন সুরা আল এমরাণ,—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ط

"ইমানদারেরা ইমানদারগণ ব্যতীত যেন কাফেরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রীতি ও প্রণয়ের অধিকারী নহে, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদিক হইতে বিশেষরূপে ভয় কর।"

উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, কাফেরদিগের সহিত প্রীতি স্থাপন করা জায়েজ নহে, কিন্তু ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে প্রকাশ্য সদ্ভাব স্থাপন করাতে কোন দোষ নাই।

(২৪) কোর-আন সুরা মোমতাহেনা,—

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ ☆

"হে ইমানদারগণ তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।"

(২৫) কোর-আন সুরা তওবা,—

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْآ اٰبَآءَ كُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٥

" হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের পিতৃগণকে ও ভ্রাতৃগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিওনা-যদি তাহারা ইমান ত্যাগ করতঃ কাফেরী পছন্দ করিয়া লয় এবং যে ব্যক্তি তোমাদের দল হইতে তাহাদিগকে ভালবাসে, এইরূপ লোকেরাই অত্যাচারী।'

সপ্তম ওয়াজ

সদুপদেশ প্রদান ও অসৎ কার্য্যের বাধা প্রদান

(১) কোর-আন সূরা আল-এমরাণ,—

كُنتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ ط

" তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত যাহা লোকদিগের জন্য বাহির করা হইয়াছে, সৎকার্য্যের আদেশ করিয়া থাক, অসৎকার্য্যের বাধা প্রদান করিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক।"

(২) কোর-আন উক্ত সূরা,—

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِوَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط ☆

"তোমাদের মধ্যে একদল লোক এরূপ হওয়া উচিত যাহারা সৎকার্য্যের দিকে (লোকদিগের) আহ্বান করে, সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করে ও অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করে।"

(৩) সহিহ মোছলেম,—

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন অসৎকার্য্য দর্শন করে, সে যেন নিজের হস্ত দ্বারা উহা পরিবর্ত্তন করে, আর যদি সক্ষম

না হয় তবে নিজের রসনা দ্বারা, আর যদি অক্ষম হয়, তবে নিজের অন্তর দ্বারা, ইহা ইমানের অতি দুর্ব্বল শ্রেণী।"

গুনইয়া তোত্তালেবিনে লিখিত আছে,—

বাদশাহ ও খলিফাগণ কশাঘাত করিয়া, লোকদিগকে অসৎকার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন, আলেমগণ, মৌখিক এনকার করিয়া উহা নিষেধ করিবেন এবং সাধারণ লোকে অন্তরের সহিত উক্ত কার্য্যকে এনকার করিবে।

(৪) সহিহ তেরমেজি,—

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ
بِيَدِهٖ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ
لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ
لَتَدْعُنَّهٗ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ☆

"নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে খোদার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি অবশ্য তোমরা সৎকার্য্যের আদেশ করিবে এবং অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করিবে, নচেৎ অচিরে আল্লাহ নিজের নিকট হইতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন, তৎপরে তোমরা (উহা দুরীভূত হওয়ার জন্য) দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা যাইবে না।"

(৫) সহিহ বোখারি,—

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার হদগুলি সম্বন্ধে শিথিলতা প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি উক্ত গোনাহগুলির অনুষ্ঠান করে, এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত এই যে, একদল লোক একখানা নৌকার স্থান

নির্ব্বাচন করিতে গুটিকাপাত (কোরা নিক্ষেপ) করিল, তাহাদের কতকাংশ উহার নিম্মস্তরে, অপরাংশ উহার উপরিস্তরে স্থান অধিকার করিল, নিম্নস্তরের একজন লোক পানির জন্য উপরিস্তরের লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা তদ্বারা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। ইহাতে সে ব্যক্তি একখানা কুঠার লইয়া নৌকার তলদেশ কর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন উপরিস্তরের লোকেরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার কি হইয়াছে? সে ব্যক্তি বলিল, তোমরা আমার দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, অথচ আমার পানির নিত্যন্ত আবশ্যক, এক্ষেত্রে যদি তাহারা উক্ত ব্যক্তির হস্ত ধরিয়া ফেলে, তবে তাহাকে রক্ষা করিবে এবং নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে, আর যদি তাহাকে (ঐ অবস্থায়) ত্যাগ করে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করিবে এবং নিজদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।”

(৬) আবুদাউদ,—

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ☆

“হজরত বলিয়াছেন, যখন জমিনে কোন গোনাহ অনুষ্ঠিত হয়, যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি যেন উক্ত ঘটনা হইতে অনুপস্থিত ছিল। আর সে ব্যক্তি উক্ত ঘটনা হইতে অনুপস্থিত থাকিয়া উহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে ব্যক্তি যেন উক্ত ঘটনায় উপস্থিত ছিল।”

(৭) শোয়াবোল ইমান,—

اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَه' لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মহিমান্বিত আল্লাহ (হজরত) জিবরাইল (আঃ) এর নিকট অহি প্রেরণ করিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে উহার অধিবাসীগণ সহ উলটাইয়া দাও, ইহাতে জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে তোমার অমুক বান্দা আছে যে এক নিমিষও তোমার অবাধ্যতা করে নাই, তৎশ্রবণে আল্লাহ বলিলেন, উক্ত নগরটি উক্ত বান্দার এবং অন্যান্য অধিবাসিদিগের উপর উলটাইয়া দাও, যেহেতু কখনও এক মুহূর্ত তাহার মুখমণ্ডল আমার খাতিরে বিরস হয় নাই।

(৮) কোর-আন সূরা মায়েদা,—

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"তাহারা (বনি ইস্রায়েলগণ) যে অসৎকার্য্য অন্যেরা করিয়াছে, তাহা নিষেধ করিত না, তাহারা যাহা করিত তাহা নিশ্চয় মন্দ।"

(৯) কোর-আন সূরা মায়েদা,—

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

" কোন তাপসেরা এবং বিদ্বানেরা তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা

কথা ও হারাম ভক্ষণ হইতে নিষেধ করে নাই, তাহারা যাহা করিত তাহা অতি মন্দ।"

(১০) আবুদাউদ ও তেরমেজি,—

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, অত্যাচারী সুলতানের সমক্ষে সত্যকথা বলা শ্রেষ্ঠতম জেহাদ।"

(১১) শোয়া বোল ইমান,—

قُلِ الْحَقَّ وَ لَوْكَانَ مُرًّا - لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি সত্যকথা বল যদিও উহা কটু হয়। তুমি আল্লাহ তায়ালার দ্বীন প্রকাশে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারের ভয় করিও না।"

(১২) কোর-আন সুরা ত্ব'হা,—

فَقُوْلَا لَه' قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّه' يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ☆

"তৎপরে তোমরা উভয়ে (মুছা ও হারুণ) উক্ত ফেরয়াওনকে নরম কথা বল, বোধ হয় সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিম্বা ভীত হবে।" ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, লোককে নরম ভাষায় সদুপদেশ প্রদান করিবে।

(১৩) কোর-আন সুরা বাকারা,—

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ☆

" তোমরা লোকদিগকে সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করিতেছ, অথচ নিজেদের সম্বন্ধে ভুলিয়া যাইতেছ।"

"ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, নিজে চরিত্রবান হওয়ার পরে অন্যকে উপদেশ দেওয়া উচিত।

(১৪) কোর-আন সুরা লোকমান,—

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْعَلٰى مَآاَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

"এবং তুমি সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান কর, অসৎকার্য্যের বাধা প্রদান কর, এবং যাহা তোমার উপর আপতিত হয়, তৎপ্রতি ধৈর্য্যধারণ কর, নিশ্চয় ইহা মহাৎকার্য্য কলাপের অন্তর্গত।"

ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, উপদেশকের পক্ষে বিবিধ যাতনা ও বিদ্রুপ সহ্য করা আবশ্যক। গুনইয়াতোত্তালেবিনে লিখিত আছে যে, উপদেশকের আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং ইহাতে সম্মানলাভ ও স্বার্থপরতা উদ্দেশ্য না হয়, বরং আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ ও দ্বীনের উন্নতি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। নির্জ্জনে লোককে উপদেশ প্রদান করা সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে।

(১৫) সহিহ বোখারি ও মোছলেম,—

كُلُّهُمْ رَاعٍ وَ كُلُّهُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهٖ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَ الْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকে রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকে নিজের অধীন লোকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে, বাদশাহ একজন রক্ষক এবং নিজের প্রজাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। পুরুষ লোক নিজের পরিজনের সম্বন্ধে রক্ষক এবং উক্ত অধীন লোকদের সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসিত হইবে। স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর গৃহ সম্বন্ধে রক্ষক এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। সেবক (চাকর) নিজ প্রভুর অর্থ সম্বন্ধে রক্ষক এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।

উক্ত হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ সমাজপতি ও বাটীর কর্ত্তা অধীন লোকদিগকে সৎকার্য্য করিতে ও অসৎকার্য্য হইতে বাধা প্রদান করিতে বাধ্য, অন্যথায় তাহারা পরকালে দায়ী হইবে।

অষ্টম ওয়াজ

লোকের হক নষ্ট ও অত্যাচারের বিবরণ

(১) কোর-আন,— ছুরা মায়েদাহ।

وَ مَا لِظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ☆

"এবং অত্যাচারিদিগের জন্য কোন সহায়তাকারী হইবে না।"

(২) সহিহ মোছলেম,—

اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمٰتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা অত্যাচার হইতে বিরত থাক, কেননা অত্যাচার কেয়ামতের দিবস অন্ধকার রাশিতে (পরিণত) হইবে।"

(৩) সহিহ বোখারি,—

مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْشَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَ لَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَ اِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّاٰتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতার সম্ভ্রম নষ্ট কিম্বা অন্য কোন ক্ষতি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি যেন বর্ত্তমানে (এই দুনইয়াতে) যে (কেয়ামতের দিবসে) দ্বীনার ও দেরহাম থাকিবে না, উহার পূর্ব্বেই তাহার নিকট হইতে মাফ চাহিয়া লয়। যদি তাহার (অত্যাচারীর) কোন সৎকার্য্য থাকে, তবে তাহার অত্যাচারের পরিমাণ তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়ালওয়া হইবে, আর যদি তাহার সৎকার্য্যকলাপ-না থাকে, তবে তাহার দাবিদারের গোনাহ গুলি লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করা হইবে।

(৪) সহিহ মোছলেম,—

قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهٗ وَ لَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَ صِيَامٍ وَ زَكٰوةٍ وَ يَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَ اَكَلَ مَالَ هٰذَا وَ سَفَكَ دَمَ هٰذَا وَ ضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطِى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضِى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ☆

"হজরত বলিলেন, তোমরা কি জান যে, কোন ব্যক্তি দরিদ্র ? তাঁহারা (সাহাবাগণ) বলিলেন, যাহার টাকা নাই এবং আসবাব পত্র নাই, সেই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে দরিদ্র। তখন হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র যে কেয়ামতের দিবস নামাজ, রোজা ও জাকাত সহ উপস্থিত হইবে এবং নিশ্চয় কাহাকে গালি দিয়াছিল, কাহার প্রতি অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল, কাহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, কাহার রক্তপাত করিয়াছিল, এবং কাহাকে প্রহার করিয়াছিল, এই অবস্থায় উপস্থিত হইবে। তৎপরে একজনকে তাহার কতক নেকী দেওয়া হইবে এবং অন্যকে তাহার কতক নেকী দেওয়া হইবে। লোকের ক্ষতিপূরণ করার পূর্ব্বে যদি তাহার নেকীগুলি নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে দাবিদারদিগের গোনাহগুলি লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করা হইবে, তৎপরে তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।"

(৫) সহিহ মোছলেম,—

لَتُـوَدُّنَّ الْـحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমরা কেয়ামতের দিবস হকদার দিগের হক পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে, এমন কি শৃঙ্গধারী ছাগলের নিকট হইতে শৃঙ্গহীন ছাগলের প্রতিশোধ দেওয়া হইবে।"

(৬) সহিহ বোখারি,—

قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذْ اُتِىَ بِـجَـنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَـلْ تَـرَكَ شَيْـأً قَالُوْا ثَلٰثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِالثَّالِثَةِ فَـقَـالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلٰثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْأً قَالُوْا لَا قَـالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ عَلَيَّ دَيْنُه فَصَلّٰى عَلَيْهِ ☆

"(হজরত) ছালমা বলিয়াছেন, আমরা (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম, হঠাৎ একটি-মৃতলাশ আনা হইল। সাহাবাগণ বলিলেন, হুজুর। আপনি উহার জানাজা নামাজ পড়ুন। ইহাতে হজরত বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত আছে কি ? তাহারা বলিলেন, না। তখন হজরত তাহার জানাজা পড়িলেন। তৎপরে দ্বিতীয় একটি লাশ আনা হইল, ইহাতে হজরত

বলিলেন, এই ব্যক্তি দেনাদার আছে কি? কেহ কেহ বলিল হাঁ। হজরত বলিলেন, এই ব্যক্তি কিছু টাকা কড়ি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে কি? তাঁহারা বলিলেন, তিনটি দীনার (পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে)। তখন হজরত তাহার জানাজা পড়িলেন। তৎপরে তৃতীয় একটি লাশ আনা হইল, হজরত বলিলেন, এই লোকটি দেনাদার কি না? তাঁহারা বলিলেন, তিনটি দীনার (দেনা আছে)। হজরত বলিলেন, কিছু টাকা কড়ি রাখিয়া গিয়াছে কি? তাহারা বলিলেন, না। হজরত বলিলেন, তোমরা তোমাদের সহচরের জানাজা পড়। আবুকাতাদা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি তাহার ঋণের জামিন হইলাম, আপনি তাহার জানাজা পড়ুন। তখন হজরত তাহার জানাজা পড়িলেন।

(৭) সহিহ মোছলেম,—

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَءَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ
صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلَمَّا اَدْبَرَ نَادَاهُ
فَقَالَ نَعَمْ اِلَّا الدَّيْنَ كَذٰلِكَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ ☆

"এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমাকে সংবাদ দিন, যদি আমি আল্লাহতায়ালর পথে সুফল প্রাপ্তির আশায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎপদ না হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে শহিদ হইয়া যাই, তবে আল্লাহ আমার গোনাহ গুলি মাফ করিবেন কি? তদুত্তরে হজরত বলিলেন হাঁ। যখন সে ব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ, ঋণ ব্যতীত (সমস্ত গোনাহ মাফ করিবেন), এইরূপ (হজরত) জিবরাইল (আঃ) বলিয়াছেন।

(৮) আহমদ ও আবু দাউদ,—

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যে বৃহৎ গোনাহগুলি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তৎসমূদয়ের পরে শ্রেষ্ঠতম গোনাহ এই যে, কোন বান্দা ঋণগ্রস্ত হইয়া উহার পরিশোধ পরিমাণ টাকা কড়ি ত্যাগ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করে।"

(৯) তেরমেজি ও এবনো-মাজা,—

"হজরত বলিয়াছেন, ইমানদারের আত্মা তাহার ঋণের জন্য যতক্ষণ উহার প্রতিশোধ দেওয়া না হয়, আবদ্ধবস্থায় থাকিবে।"

(১০) শরহোছ-ছুন্নাহ,—

"হজরত বলিয়াছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের ঋণের জন্য বন্দী অবস্থায় থাকিবে, কেয়ামতের দিবস নিজের প্রতিপালকের নিকট নির্জ্জন বাসের অভিযোগ করিতে থাকিবে।"

(১১) কোর-আন,—

"এবং তোমরা অত্যাচারিদিগের দিকে আকৃষ্ট হইও না, নচেৎ তোমাদিগকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করিবে।"

(১২) শোয়াবোল ইমান,—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাহায্য করণেচ্ছায় তাহার সহিত গমন করে, অথচ উক্ত ব্যক্তি তাহার অত্যাচারী হওয়ার কথা অবগত থাকে, এরূপ লোক নিশ্চয় ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।"

(১৩) আবুদাউদ,—

"হজরত বলিয়াছেন, যদি লোকে কোন অত্যাচারীকে দেখিয়া তাহার হস্তদ্বয় না ধরে (বাধা প্রদান না করে), তবে অচিরে আল্লাহ সর্ব্বসাধারণের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন।"

সমাপ্ত